সংগীতের জয়যাত্রা

লিখেছেন **জব্বার হোসেন** ও **সকাল আহমেদ**

এ দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কালচার যুগ যুগ ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে সংগীতের মাধ্যমে। সংগীত অন্যতম মাধ্যম যার দ্বারা বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষের ভাবাবেগ।

এ দেশের সংগীত তার শাশ্বত সুর বিমোহিত করে মানুষকে। পাখির ডাক, ঝরনার কলকল ধ্বনি, বহমান নদীর স্রোতধারায় সুরের মূর্ছনা। দূরে কোথাও বসে থাকা রাখালিয়ার বাঁশির সুর মুগ্ধ করে আমাদের। এভাবে সংগীত চিরকালই প্রাণের খোরাক জুগিয়েছে। মানুষ তার দুঃখ-কষ্ট ভুলতে চেষ্টা করেছে সুর শুনে। নিজের প্রাণের বীণায় বেজে ওঠা একান্ত আপন কথাগুলো শিল্পীর কণ্ঠে শুনে। যুগে যুগে এর ধারাবাহিকতা চলে আসছে আউল বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মোর্শেদি, জারি-সারি গানের মাধ্যমে। গায়েনরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দোতারা বাজিয়ে গান শোনাতো। মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে গান গেয়ে এখনো বেড়ায় বাউলরা। গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে যায় জারি-সারির দল। এই রূপরেখার পরিবর্তন হয়নি। বরং সৃষ্টি হয়েছে গানের আরো অনেক ধারা।

সংগীতের সব ধারাই আমাদের সমাজে সচল রয়েছে। আসলে সংগীত হচ্ছে একটি সমাজ গোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ও সচলতার প্রতীক। এই প্রতীক সময়ের পরিবর্তনে সাধারণ শ্রোতাদের কাছাকাছি এসেছে। আগের দিনে জমিদার বাড়িতে গান-বাজার জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজি আসতো। হয়তো সে সময় দেশী গায়েন ধরতো আধ্যাত্মিক গান। মরমী গান, গাইতো পাটালি, গানের কথাবার্তায় মাতিয়ে তুলতো হ্যাজাক বাতির আসর। সেই সংস্কৃতি এখনো উঠে যায়নি। তবে বদলে গেছে মধ্যবিত্ত। বদলে গেছে তাদের গান শোনার ধারা, i“চ ।

সংগীতের একটা লোকজ ধারা আবহমান বাংলার আকাশে মিশে আছে শুরু থেকেই। এখনো গায়েন গান গায়। গান গায় ব্যান্ডের শিল্পীরা খোলা আকাশের নিচে। সেখানে বিদেশী যন্ত্রে লোকজ সংগীতের সুরই শোনা যায়। সংগীতের এই যে ধারা সেটা ধীরে ধীরে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছেছে। আমাদের এখানকার গানের বাজার ছিল মূলত এপার আর ওপার বাংলার মিলিত রূপ। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন মানুষ গ্রামোফোন পেলো তখন গান শোনার জন্য জমায়েত হতো পাড়া বা মহল্লায়। ছেলে-বুড়ো সবাই জমায়েত হয়ে শুনতো রেডিওর 'বিনাকা সংগীতমালা' অনুষ্ঠান। গুলিস্তানের কাছে 'রুচিতা' রেস্তোরাঁর জুমবক্স 'চারআনা'র বিনিময়ে শোনানো হতো পছন্দের গান লং প্লে রেকর্ডে। এ দেশীয় সংগীত তখন তৈরি হতো মূলত কলকাতায়। সবাই ছিলেন সন্ধ্যা মুখার্জি আর হেমন্তের শ্রোতা। আধুনিক গানের ধারা শুরু তখন থেকেই। বেশির ভাগ গান হতো সিনেমায়। সেসব গানের ভেতর থেকে জনপ্রিয় গান নিয়ে তৈরি হতো রেডিও, টেলিভিশনের সংগীতের অনুরোধের আসর। সিনেমার প্লে-ব্যাক সিঙ্গাররা আধুনিক গান করতেন রেডিও টেলিভিশনে আর গ্রামোফোনে বাজতো আব্বাসউদ্দিন, আব্দুল আলীম, হেমন্ত, মান্না, রফিকের রেকর্ড। ধীরে ধীরে ইস্টার্ন মিউজিকের পরিধি অতিক্রম করে শ্রোতা লং প্লেতে শুনতে শুরু করে টম জোনস্, পেট বুনদের কান্ট্রি ব্লুজ!

সংগীতের যে মূলধারা, সেটা কিন্তু এখনো বিলুপ্ত হয়নি। এখনো গ্রামের গায়েন গান গায়। শ্রোতারা চাদর মুড়ো দিয়ে ঘিরে থাকে তাকে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সংগীতে সংযোজন ঘটেছে নতুন ধারার। আমাদের সংগীত আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে মূলত স্বাধীনতার পর। টেকনোলজির সহজলভ্য ফরমেট অডিও ক্যাসেটের আবির্ভাবের ফলে আমাদের এখানে গানের বাণিজ্যিক বাজারের বিস্তার ঘটে। তৈরি হয় নতুন নতুন শিল্পী। আজকে যারা সংগীতাঙ্গন কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের অনেকেই এসেছেন অডিও অ্যালবামের মাধ্যমে। অথচ একটা সময় ছিল যখন গান গেয়ে বিলাসিতা তো দূরের কথা, জীবিকা নির্বাহ করাও সম্ভব ছিল না। একজন শিল্পী রেডিও-টেলিভিশনে বছরে দু'চারটি গান গাওয়া ছাড়া কিছু প্লে-ব্যাক হয়তো করতো। শখের গান গাওয়া আজ পেশায়

Media Partner ntv Call Centre Powered by CITYCELL Because we care

রূপ নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এ দেশের গান আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেয়ার জন্য চলছে প্রক্রিয়া। এ দেশের সংগীতের এই যে অবস্থান, সেটা একদিনে হয়ে ওঠেনি। বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এ দেশের সংগীত আজ একটা শক্ত আসনে এসেছে।

সংগীত বেদিতে অধিষ্ঠিত তিন অসাধারণ গায়িকা রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, শাহনাজ রহমতউল্লাহ ছাড়া আমাদের নিজস্বতা বলতে কিছুই ছিল না। এদের পরবর্তীতে যারা ফিল্মে ব্যস্ত ছিলেন তারা হলেন সৈয়দ আব্দুল হাদী, আব্দুল জব্বার, বশীর আহমেদ, খুরশীদ আলম। বাংলাদেশের সংগীত বলতেই তখন ছিল ফিল্মের কিছু কালজয়ী গান। এর পাশাপাশি গানে নিজস্বতা আনতে চাইলো তরুণ প্রজন্ম। পাশ্চাত্য একটি ধারার প্রভাব পড়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। লং প্লে রেকর্ড সংগ্রহ করে তারা আত্মস্থ করতে থাকে নবজাগ্রত পাশ্চাত্য সংগীতের নতুন ধারা। তরুণরা বেছে নেয় খোলা মাঠের প্যান্ডেল। মুক্ত আকাশেই শুরু হয় এদের জয়যাত্রা। আজম খান চিৎকার করে গেয়ে ওঠেন জীবনের গান। প্রাণের স্পন্দন এলে তিনি শুরু করেন রেল লাইনের ঐ বস্তিতে, ওরে সালেকা ওরে মালেকা, হাইকোর্টের মাজারে, আলাল ও দুলাল। তার সঙ্গে একই সময়ে ফেরদৌস ওয়াহিদ গায়- এমন একটা মা দে না, ও বিড়ালের ছানা, আগে যদি জানতাম, পিলু মমতাজ গায় ওরে সাম্পানওয়ালা, যদি সুন্দর একটা মন পাইতাম, ফিরোজ সাঁইয়ের কণ্ঠে বেজে ওঠে- মন তুই চিনলি না রে, ইস্কুল খুইলাছে, এক মিনিটের নাই ভরসা। পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্রে লোকজ ধারার গানগুলো এরা তুলে দেন তরুণদের কণ্ঠে। এর আগেই ব্যান্ডের যে আবির্ভাব ঘটেছিল অডিও লাইট্স, লাইটনিংস, র‍্যাম্বলিং স্টোন, এদের মাঝে আজম খানের উচ্চারণ দোর্দন্ড প্রতাপে প্রতিষ্ঠা করে পপ মিউজিক। এ দেশে শুরু হয় গানের আরেকটি ধারা।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জোয়ারে ১৯৭২ সালে চট্টগ্রামের সম্পূর্ণ মেলোডির ওপর ভর করে যাত্রা শুরু করে সুরেলা। অর্থাৎ আজকের সোলস। তাদের 'মন শুধু মন ছুঁয়েছে' এখনো সমান জনপ্রিয়। সে সময় হ্যাপি আকন্দের 'আবার এলো যে সন্ধ্যা'।

এক সময় সংগীত ছিল নিছক সৌখিনতার বিষয়। এখন সময় বদলে গেছে। মিউজিক এখন বিশাল ইন্ড্রাস্ট্রি। যদি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া যায় তাহলে সেই দিন দূরে নেই যেদিন বাংলাদেশের সংগীত বিশ্ব বাজারে বিনোদন রপ্তানীতে অংশ নিবে

কিন্তু পরবর্তীতে ফিডব্যাক, মাইলস্, রেনেসাঁর গান চমৎকার একটা সন্নিবেশ ঘটায় এ দেশের মূলধারায় গানের সঙ্গে। এ দেশে প্রতিষ্ঠা পায় গানের আরেক ধারা ব্যান্ড মিউজিক। লাইম লাইটে আসে এলআরবি, ওয়ার ফেইজ, ফিলিংস, অরবিট অবসকিউর, উইনিং সময়। এদেশের সংগীতের হয় নবজাগরণ।

আশির দশকের শুরুর দিকে কয়েকজন তরুণের উদ্যোগে যাত্রা শুরু হয় অডিও মাধ্যমের। এমএ শোয়েব হচ্ছে এ দেশের প্রথম শিল্পী। যার গান দিয়ে প্রথম অডিও অ্যালবাম বের হয়। এরপর কুমার বিশ্বজিৎ, তপন চৌধুরী, শুভ্র দেব, ব্যান্ড সোলস, উচ্চারণ, মাইলস, ফিডব্যাকের অ্যালবাম বের হয় দেশীয় গান বিকাশের আরেকটি মাধ্যম সৃষ্টি হওয়াতে চলে এর উৎকর্ষ সাধন। সংগীত এখন কমোডিটি। এর থেকে উপার্জন হয়। জীবন ধারণ করা যায় শুধু গান করেই। কারণ শ্রোতারা গান শোনে। গানের প্রাধান্য থেকেই যায় আমাদের জীবনে। যে কারণে এই শিল্প আজ একটা ইন্ডাস্ট্রিতে রূপ নিয়েছে।

অডিও ব্যবসায় সাফল্যের কারণে আমাদের সংগীতাঙ্গন ধীরে ধীরে আরো সমৃদ্ধ হয়। সৃষ্টি হয় একেকটি কালজয়ী গান। আর এই অডিও ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পেছনে অনেকখানি অবদান ব্যান্ড মিউজিকের। সোলসের 'মন শুধু মন ছুঁয়েছে', ফিডব্যাকের 'মেলায় যাই রে', মাইলসের 'চাঁদ তারা', অডিও ইন্ডাস্ট্রিতে দিয়েছে নতুন মাত্রা। নব্বইয়ের দশকে আইয়ুব বাচ্চু, এলআরবি'র 'রূপালী গিটার চলো বদলে যাই'। কিংবা কষ্ট মাইলফলক হয়ে রয়েছে এই শিল্পে। সেই সঙ্গে জেমসের 'জেল থেকে বলছি', 'আমি এক নগর বাউল' ছাড়াও অন্যান্য ব্যান্ডের কাছে জনপ্রিয় গান এখনো লোকের মুখে মুখে ফিরে। ব্যান্ড মূলত পাশ্চাত্য যন্ত্রসংগীত অরবিটকে আঁকড়ে ধরে লোকজ ধারাতেই আছে। যে ধারায় দিলরুবার হিট 'পাগল মন রে', ফরিদা পারভীন, মুজিব পরদেশী হিট বন্দি কারাগারে করে। আজকের মমতাজ হিট সাধারণ মানুষের গান করে। এই মূল ধারার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন শাকিলা জাফর, বেবী নাজনীন, ডলি সায়ন্তনী, আঁখি আলমগীর, কনকচাঁপা, এন্ড্রু কিশোর, মনির খান, খালিদ হাসান মিলু, এসডি রুবেল, আসিফসহ নতুন প্রজন্মের অনেক শিল্পী। এদের সুরে, কথায় নতুনত্ব থাকলেও পুরো অ্যালবামে দেখা যায় ২/১টি ফোক টিউন রয়েছে। তবে এই প্রজন্মের নিজস্ব একটা ঘরানা রয়েছে। যেমন মেহরীন কিংবা কানিজ সুবর্ণা ফোক টিউন করলেও তাদের প্যাটার্ন ভিন্ন। বাপ্পা মজুমদার, মাহমুদুজ্জামান বাবু, রূপম, আরিফ, সানবীম, ফারহানা, মিমি, এরা আলাদা ঘরানায় বিশ্বাসী। নিজস্ব যোগ্যতায় আলাদা একটি পরিচিতি গড়ে তুলেছেন।

এক সময় সংগীত ছিল নিছক সৌখিনতার বিষয়। এখন সময় বদলে গেছে। মিউজিক এখন বিশাল ইন্ড্রাস্ট্রি। যদি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া যায় তাহলে সেই দিন `‡i নেই যেদিন বাংলাদেশের সংগীত বিশ্ব বাজারে বিনোদন রপ্তানীতে অংশ নিবে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফোন করো এখনই! ০১১ ১২১ ১২৩ (মোবাইল এবং টিএন্ডটি ইনকামিং সহ)

অথবা log in করো: www.closeup1.com

প্রতিভার সন্ধানে ক্লোজআপ

তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ

সাবিহা আলম আরমানিটোলা গার্লস স্কুলের একজন শিক্ষিকা। বয়স চলিশোর্ধ্ব। এক সময় চমৎকার গানের কণ্ঠ ছিল তার। পুরনো ঢাকার যৌথ পরিবারেই থাকতেন সাবিহারা। বাড়ির লোকেরা, স্কুলের সহপাঠী, পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই সাবিহার গানের প্রশংসা করতেন। সাবিহা নিজেও স্বপ্ন দেখতেন একদিন গানের শিল্পী হবেন। বাড়ির বড় রেডিওটার পাশে বসে মন দিয়ে গান শুনতেন তিনি। কিন্তু সুযোগ এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সাবিহা আর শিল্পী হতে পারেননি। আর এখন তো স্বামী, সংসার, স্কুলের চাকরি- এভাবেই তার দিন কেটে যায়।

সাবিহা আলম কোনো বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয়। এ দেশে এমন সাবিহা আলম অগণিত। সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভা ঝরে পড়ে কিংবা সেটা বিকাশের সুযোগ পায় না। অন্তত আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই চিত্র খুব স্বাভাবিক। প্রতিভাকে আমরা যতই 'ছাই চাপা আগুন' বলি না কেন, প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকতে হবে।

গত ২ মে ইউনিলিভারের উদ্যোগে 'ক্লোজ-আপ ওয়ান তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এটারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে এক নতুন ইতিহাসের জন্ম হয়। আমাদের তরুণদের মধ্যে রয়েছে নানা বিষয়ে বিপুল সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকেই আরো আলোকিত জায়গায় নিয়ে যেতে চায় ইউনিলিভার। ক্লোজ-আপ তারুণ্যের প্রতীক। এর আগে ২০০৩ সালে ক্লোজ-আপ তরুণদের ফ্যাশন ডিজাইনিং এবং গল্প লেখার আয়োজন করে। পরবর্তী বছরে ছিল কবিতা লেখা এবং টি-শার্ট ডিজাইনিং প্রতিযোগিতা। সেই ধারাবাহিকতাতেই এবার ক্লোজ-আপ নিয়ে এসেছে সংগীত প্রতিযোগিতা- 'ক্লোজ-আপ ওয়ান তোমাকেই খুঁজেছে বাংলাদেশ'। ১৬ থেকে ৩০ বছরের কোনো বাংলাদেশী তরুণ-তরুণী কলসেন্টার ০১১-১২১১২৩ এই নম্বরে ডায়াল করে বা www.closeup1.com সাইটে লগইন করে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। এখানে মোবাইলের কলসেন্টার একটি হলেও তার কলসেন্টার ৩০টি এবং তা সব ধরনের ফোনের সঙ্গে সংযোগের ক্ষমতা রাখে।

ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, আধুনিক, রবীন্দ্র, নজরুল, থেকে শুরু করে পপ, ব্যান্ড সব ধরনের গানই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। দেশের ৬টি বিভাগের মোট ১১টি স্থানে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্যের সঙ্গে সংগীত তারকা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, কুমার বিশ্বজিৎ এবং

Media Partner ntv Call Centre Powered by CITYCELL Because we care

শাকিলা জাফর বিচারক হিসেবে থাকবেন বলে ইউনিলিভার জানায়। একটি যুগ্ম বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারকদের বাইরে দর্শকেরাও এসএমএস-এর সাহায্যে ভোট দিয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন। প্রতিযোগিতায় মিডিয়া পার্টনার হিসেবে এনটিভি প্রতিযোগিতার প্রতিটি ইভেন্ট সরাসরি সম্প্রচার করবে। আয়োজনের ক্রিয়েটিভ পার্টনার হিসেবে থাকছে এশিয়াটিক এমসিএল। প্রথমে সারা দেশের ১১টি জায়গা থেকে ১৫০ জন করে বাছাই করা হবে। পরবর্তীতে এই ১৬৫০ জন থেকে বিচারক মন্ডলী বাছাই করবেন ২০০ জন। এখান থেকে ৪০ জনকে বাছাই করে PoVŠ বিজয়ী নির্বাচন করা হবে।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ব্যক্তি পাবে পাঁচ লাখ টাকার অ্যালবাম কন্ট্রাক, একজন সঙ্গীসহ চারদিনের জন্য বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার। সেই সঙ্গে ক্লোজ-আপ ওয়ান বিজয়ীর জন্য থাকছে দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে দেশে বিদেশে কনসার্টে অংশগ্রহণের সুযোগ। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং এমডি সঞ্জীব মেহতা বলেন, 'এর আগেও আমরা তরুণদের নিয়ে সৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। তরুণদের মধ্যে রয়েছে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। আমরা চাই তাদের এই স্বপ্ন সফল হোক। প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে ক্লোজ-আপ হবে তরুণদের একটি চমৎকার প্লাটফরম এমনটি আমি আশা করছি।'

'তরুণদের মধ্যে রয়েছে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। আমরা চাই তাদের এই স্বপ্ন সফল হোক। প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে ক্লোজ-আপ হবে তরুণদের একটি চমৎকার প্লাটফরম এমনটি আমরা আশা করছি'

সঞ্জীব মেহতা

চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড

'আমাদের তরুণদের প্রতিভা বিকাশে এগিয়ে আসছে না কেউ। আমরা সেই জায়গাটিতে প্লাটফরম হিসেবে কাজ করতে চাই। আমাদের থিম মিউজিকেও রয়েছে দেশপ্রেমের কথা'

আসিফ ইকবাল

মার্কেটিং ম্যানেজার
ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড

সাম্প্রতিক সময়ে এন্টারটেইনমেন্ট মিডিয়ার সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ইন্ডিয়ান আইডল। ইন্ডিয়ান আইডলের পর পর সংগীত প্রতিভার অন্বেষণে এ ধরনের আয়োজন স্বাভাবিক কারণেই অনেকের মনে প্রশ্ন তুলেছে। এ প্রসঙ্গে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের মার্কেটিং ম্যানেজার আসিফ ইকবাল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'তরুণদের সঙ্গে ক্লোজ-আপের সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের। আমাদের আগের প্রতিযোগিতাগুলোর ধারাবাহিকতাতেই এবারের আয়োজন। আমরা গত এক বছর আগে থেকেই এই প্রতিযোগিতা নিয়ে জরিপ করেছি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। সঙ্গে ছিল এশিয়াটিক এবং আমাদের মার্কেট রিসার্চ পার্টনার কোয়ান্টাম। দেশের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমরা গিয়েছি। দেখেছি তরুণদের আড্ডার একটি বড় অংশ গান। সে কারণেই আমরা এবার গানকে বেছে নিয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমাদের ত¡“ণদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে। আমরা চাই সেই সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে। আমাদের তরুণদের প্রতিভা বিকাশে এগিয়ে আসছে না কেউ। আমরা সেই জায়গাটিতে প্লাটফরম হিসেবে কাজ করতে চাই। আমাদের থিম মিউজিকেও রয়েছে দেশপ্রেমের কথা'।

এ দেশের মাটিতে, মানুষের হৃদয়ে মিশে আছে সুর আর সংগীত। মিউজিক আজ এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রি। আমরা ইন্ডিয়ান আইডল-অভিজিৎ, অমিত সানাদের নিয়ে মেতে উঠেছি। অথচ আমাদের দেশেই রয়েছে কত সংগীত প্রতিভা। হয়তো ক্লোজআপ ওয়ানের প্রতিভা সন্ধানে বেরিয়ে আসবে এমন মেধাবী শিল্পীরা যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারবো আর্šজাতিক বিনোদন বাজারে।

ছবি : তুহিন হোসেন, সোহেল রানা রিপন

থিম মিউজিক

তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ

যদি লক্ষ্য থাকে অটুট
বিশ্বাস হৃদয়ে
হবেই হবেই দেখা
দেখা হবে বিজয়ে।
তোমার আছে পদ্মা মেঘনা
তোমার আছে কর্ণফুলি যমুনা
হাছন লালন ভাটিয়ালী বাউল গানে পাবে
রক্তের ঠিকানা।
তোমার আছে সবুজের মাঝে লাল
তোমার আছে অনন্ত আকাশ
সুকান্ত নজরুল জীবনানন্দে তুমি পাবেই পাবে
হৃদয়ে বিশ্বাস।
অনেক আশা তোমার অনেক কল্পনা
হৃদয়ে উজাড় করে বন্ধু তোলো সুরের মূর্ছনা
গলা ছেড়ে গাও বন্ধু
হৃদয় থেকে তুলে এক নদী তখন অনুভব
দ্বিধা সংশয়, মুছে কর
অসম্ভবকে সম্ভব।
বুকে সাহস রেখে বন্ধু আগাও
অবাক বাংলাকে দেখিয়ে দাও
তুমি পার তুমি পার
বাধার দেয়াল তুমি ভাঙতে পারো।
মন খুলে গাও বন্ধু
স্বপ্নে স্বপ্নে ভরে আছে তোমার নিঃশ্বাস
জানি তুমি পৌঁছে যাবে
বিজয়ে আছে বিশ্বাস

রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফোন করো এখনই! ০১১ ১২১ ১২৩ (মোবাইল এবং টিএন্ডটি ইনকামিং সহ)
অথবা log in করো: www.closeup1.com
closeup তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ